بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই আগষ্ট, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কিত অনুভূতি, উপদেশাবলী এবং জীবনাদর্শ তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবাগুলোতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষামালা ও আদর্শ বর্ণনা করা হয়েছিল। কৃতজ্ঞতার এই উচ্চ মানকে তাঁর অনুগত দাস ও যুগের ইমাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে অনুধাবন করেছেন এবং ব্যক্তিগত আমলের মাধ্যমে বাড়ির শিশুদের কীভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সে সংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি আজ উপস্থাপন করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **মানুষ যখন কোনো উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়, তখন সে অহংকারী হয়ে ওঠে; অথচ এ সময়ে সে অনেক সৎকাজ করতে পারতো এবং মানবজাতির উপকার সাধন করতে পারতো। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি আমার অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেবো আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। অর্থাৎ, মানুষের ওপর যখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, তখন তার উচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করা। কিন্তু কেউ যদি তা না করে বরং অন্যায় অত্যাচার শুরু করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার কাছ থেকে সেই নিয়ামত ছিনিয়ে নেন এবং তার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করেন।**

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, **সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, সুস্থতা ও আরোগ্য দান করেছেন, প্রশান্তি দিয়েছেন এবং ধর্মপ্রচারের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা হলো, আমরা যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, তবে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের হিসাব রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।**

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, **মুসলমানদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, যিনি তাদেরকে এমন এক ধর্ম দান করেছেন যা জ্ঞান ও আমল উভয় দিক থেকেই সব ধরনের বিশৃঙ্খলা, অপছন্দনীয় বিষয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক বা নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। মানুষ যদি গভীরভাবে প্রণিধান করে তাহলে সে বুঝতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার প্রশংসা ও গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। অন্য কোনো মানুষ বা সৃষ্টি প্রকৃত অর্থে প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য নয়।**

ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমরা এতে আশ্চর্য হয়ো না যে, আল্লাহ্ তা'লা এই প্রয়োজনের সময় এবং ঘোর অমানিশার যুগে এক ঐশী আলো অবতীর্ণ করেছেন এবং সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে, ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করতে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যোতির প্রচার ও মুসলমানদের সাহায্যার্থে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সংশোধনের উদ্দেশ্যে এক বান্দাকে ধরাপৃষ্ঠে পাঠিয়েছেন। ইসলামের অভিভাবক আল্লাহ্! যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষা সুরক্ষিত রাখবেন এবং একে অকেজো, দ্যুতিহীন ও মলিন হতে দেবেন না, তিনি যদি এরূপ অমানিশা দেখে এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অরাজকতা লক্ষ্য করে চুপ থাকতেন এবং নিজের পবিত্র বাণীতে**

জোরালোভাবে ব্যক্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ না করতেন, তাহলে আশ্চর্য হতে হতো! আমি আবারও বলছি, যদি আশ্চর্যের কোনো বিষয় থাকতো, তাহলে তা হতো পবিত্র রসূল (সা.)-এর সেই সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া, যাতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'লা প্রতি শতাব্দীর শুরুতে এমন এক বান্দাকে পাঠাতে থাকবেন যিনি তাঁর ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন...। তোমরা যদি ঈমানদার হও তাহলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং কৃতজ্ঞতার সিজদায় লুটিয়ে পড়ো, কারণ যে যুগের প্রতীক্ষায় আমাদের পূর্বপুরুষ ও অসংখ্য আত্মা আকুল হয়ে পরপারে চলে গেছেন; তোমরা সেই যুগ পেয়েছো। এখন এর মূল্যায়ন করা বা না করা এবং এথেকে উপকৃত হওয়া বা না হওয়া তোমাদের নিজেদের হাতে।

হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমানে মুসলমানদের দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষকে মেনে নেওয়া এবং নিজেদেরকে ঐক্যের সুতোয় গ্রথিত করা, যাতে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মিঞাঁ আব্দুল হক সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে হাতে ধরে উদাসীনতা থেকে উদ্ধার করে সত্য গ্রহণের সামর্থ্য দিয়েছেন। হযরত মিঞাঁ আব্দুল হক সাহেব (রা.) কসুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থী অবস্থায় খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু লেখা ও আল-হাকাম পাঠ করে তিনি তাঁর সমীপে চিঠি লেখেন যে, তিনি ইসলামের সত্যতা ব্যবহারিক রূপে দেখতে চান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, অন্তত দুই মাসের জন্য কাদিয়ানে এসে অবস্থান করুন। তদনুসারে তিনি আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাকে অনেকেই বাধা দেয় এবং উপদেশ দেয় যে, কাদিয়ান যেয়ো না। কিন্তু এসব কিছুর ওপর আল্লাহ্‌র কৃপা প্রাধান্য লাভ করে এবং তাকে টেনে কাদিয়ানে নিয়ে আসে। এভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা অনুধাবন করে তাঁর হাতে বয়আত করতে সমর্থ্য হন।

আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের নিষ্ঠা ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **আমি একথার বহিঃপ্রকাশ এবং এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে থাকতে পারছি না যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুকম্পা আমাকে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেনি। আমার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত এই জামা'তে যোগদানকারীরা ভালোবাসা ও নিষ্ঠার রঙে আশ্চর্যজনকভাবে রঙিন। আমি নিজের পরিশ্রমে নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপায় এরূপ নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ আত্মাগুলো বা ব্যক্তিবর্গ আমাকে দান করেছেন...। সর্বপ্রথম আমি আমার এক আধ্যাত্মিক ভাইয়ের কথা উল্লেখ করার বিষয়ে হৃদয়ে প্রেরণা অনুভব করছি, যার নাম তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ নূরের ন্যায় 'নূর উদ্দীন'। তার কোনো কোনো ধর্মীয় সেবা– যা তিনি স্বীয় হালাল সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার জন্য করে যাচ্ছেন– আমি সর্বদা আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখি, হায়! এমন সেবা যদি আমার দ্বারাও সাধিত হতো।"**

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের সেবায় এত কিছু করা সত্ত্বেও বলছেন, হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেবের কুরবানীগুলো দেখে আমার চরম আক্ষেপ হয়, হায়! আমিও যদি এত বেশি আর্থিক সেবা করতে পারতাম।

"তাঁর হৃদয় ধর্মের সহায়তার জন্য যে প্রবল আবেগে পরিপূর্ণ, তার কল্পনায় ঐশী মহিমার একটি চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে, তিনি (খোদা) কীভাবে তাঁর বান্দাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি (রা.) তার সমস্ত সম্পদ, সর্বশক্তি এবং প্রাপ্ত সকল সামর্থ্যের উপকরণসহ সর্বদা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে দণ্ডায়মান। আর আমি

কেবল সুধারণাবশেই নয় বরং অভিজ্ঞতার আলোকে এ সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তব জ্ঞান রাখি যে, আমার পথে বা আমার খাতিরে সম্পদ তো নস্যি, নিজের প্রাণ ও সম্মান পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করবেন না। আর আমি যদি অনুমতি দেই, তাহলে তিনি এপথে সবকিছু উৎসর্গ করে তার আধ্যাত্মিক সাহচর্যের ন্যায় শারীরিক সাহচর্য এবং সর্বদা আমার সান্নিধ্যে থাকার দায়িত্বও পালন করতেন।"

তিনি (আ.) নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে একথা তাঁর রচিত 'ফতেহ্ ইসলাম' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীতে তো হযরত মওলানা হাকীম নূর উদ্দীন সাহেব (রা.) সবকিছু পরিত্যাগ করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমৃত্যু তাঁর সাথেই ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের বাড়িতে শিশুদের মধ্যেও কৃতজ্ঞতাবোধের অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করতেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একবার তিনি বাড়ির শিশুদের একটি গল্প শোনান। এক টেকো লোক এবং এক অন্ধ লোক ছিল। আল্লাহ্ তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠান। ফিরিশ্তা টেকো লোককে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী চাও? সে বলে, আমার মাথায় চুল হোক এবং আমি যেন ধন-সম্পদ লাভ করি। ফিরিশ্তা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার চুল গজায় এবং সে ধন-সম্পদ পায়। এরপর ফিরিশ্তা অন্ধের কাছে আসেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী চাও? সে বলে, আমার চোখ যেন ভালো হয়ে যায় এবং আমি ধন-সম্পদ লাভ করি। ফিরিশ্তা তার চোখে হাত বুলালে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে এবং সেও ধন-সম্পদ লাভ করে। কিছুদিন পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের পরীক্ষা করার জন্য ফিরিশ্তাকে পুনরায় এক ভিখারীর বেশে পাঠান। তিনি গিয়ে টেকো লোকটির কাছে সাহায্য চান। সে অত্যন্ত কর্কশভাবে জবাব দেয় এবং তাকে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর ফিরিশ্তা তার মাথায় হাত বুলালে সে পুনরায় টেকো হয়ে যায় এবং তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিঃশ্বেস হয়ে যায়। এরপর তিনি অন্ধ লোকটির কাছে এসে সাহায্য চান। অন্ধ লোকটি বলে, আমার সবকিছু আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন এবং এটি তাঁরই সম্পদ, তুমি যা ইচ্ছা নিয়ে নাও। তখন আল্লাহ্ তাকে আরও ধন-সম্পদ দান করেন। কাজেই, **প্রিয় সন্তানেরা! তোমরাও মনে রাখবে, আল্লাহ্ তা'লার প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, এর মূল্যায়ন করো এবং সাহায্যপ্রার্থীকে তাড়িয়ে দিয়ো না। দান-সদকা করা উত্তম কাজ এবং অভাবীকে সাহায্য করা উচিত; এতে আল্লাহ্ খুশি হন এবং নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেন।**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এটিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, তিনি আমাদের এমন এক যুগে প্রেরণ করেছেন যখন রমযান মাস শীতকালে শুরু হয় এবং রোযা রাখা বেশি শারীরিক কষ্টের কারণ হয় না আর আমরা সহজেই রমযানের ইবাদত পালন করতে পারি।** বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেই যুগের ক্যালেন্ডার ঘেঁটে দেখেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৯০ সালের শেষে মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করার পর থেকে ১৯০৮ সালে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন অর্থাৎ, তাঁর নবুয়্যতের পুরোটা সময় শীতকালেই রমযান এসেছিল। **তাঁর (আ.) সূক্ষ্মদর্শী স্বভাব এতেও কৃতজ্ঞতার দিকটি খুঁজে বের করেছে।**

খুতবার শেষের দিকে হুযূর (আই.) সাম্প্রতিক ছয়জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন। এদের মাঝে প্রথম হলেন. আইভোরি কোস্টের মুবাল্লিগ **হাফেয শেহবাজ আহমদ সাহেব** যিনি মাত্র ৩১ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। দ্বিতীয়ত, বুরকিনা ফাসোর **ইলিঙ্গানা মোমেনী সাহেব,** যাকে ক্ষেতে কাজ করা অবস্থায় সন্ত্রাসীরা গুলি করে শহীদ করে, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। তৃতীয় মালীর জনাব **ইয়াহিয়া সুমারে সাহেব,** যিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে কর্তব্যরত অবস্থায়

সন্ত্রাসীদের হামলায় শাহাদত বরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। এছাড়াও হুযূর (আই.) যথাক্রমে রাবওয়ার **জনাব সীরাজুল হক কুরাইশী সাহেব, নাইজেরিয়ার মুয়াল্লিম লাওয়াল তাইয়্যেব সাহেব এবং কানাডার মুকাররম মাস্টার গফুর আহমদ সাহেবের** সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন আর জুমুআর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)